দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ঢাবির ৭ বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে

আরোপিত শর্ত অবৈধ ঃ হাইকোর্ট

ঃ ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ

মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও আলিম পাস করা শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে বাংলা, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা বিজ্ঞান, উপমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং অর্থনীতি বিভাগের ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরোপিত শর্তকে অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি মীর হাশমত আলী ও বিচারপতি শামীম হোসাইনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় প্রদান করেন।

২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের উক্ত ৭টি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বর করে পড়ে আসার শর্তারোপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই আরোপিত শর্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ভর্তিচ্ছু (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির ৭ বিভাগে

(২০ পৃঃ পর)

পাঁচ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। এরপর আবেদনের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্টে সংশ্লিষ্ট দুইটি অনুষদের ৭টি বিষয়ের ভর্তি কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি রুল জারি করে। গত কয়েক কার্যদিবস রুলের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্ট গত দুইদিন ধরে রায় প্রদান করেন।

হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, ১৯৭৩ সালে প্রণীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী একাডেমিক কমিটিকে এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ১৯৮৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সরকারের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে দাখিল ও আলিমকে এসএসসি ও এইচএসসি সমমানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সেই প্রজ্ঞাপনকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের নেই।

রায়ে বলা হয়, আইনের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি। যে আইনের দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি, সেই আইনকে কর্তৃপক্ষের যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত আইনের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কাউন্সিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের প্রণীত অধ্যাদেশ অনুযায়ী যে কোন ধরনের মৌলিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পাস হতে হবে। জেনারেল এডমিশন কমিটি ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

এই বৈষম্যমূলক শর্তারোপের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। তাই এই ধরনের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হল।

রায় ঘোষণার পর রিট আবেদনকারীগণের কৌঁসুলি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, কয়েকটি বিভাগের ভর্তির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাবলীকে অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। মাদ্রাসা পাস শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তারা ভর্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

তিনি বলেন, এই শর্তাবলী আইনের শাসন ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষের কৌঁসুলি ড. শাহদীন মালিক বলেন, মাদ্রাসা ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বললে তখন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।